140

দায়ী বোর্ডের দায়িত্বহীনতা, কাগজের অভাব ও প্রকাশকদের মুনাফার লোভ

পাঠ্যবই সঙ্কটের তিনটি মূল কারণ

মাসুদ কামাল

বোর্ড যথাসময়ে বইসমূহের পজেটিভ এবং খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ না করতে পারার জন্যই ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের সঙ্কট এবার তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর এর সঙ্গে কতিপয় প্রকাশক বিক্রেতার অতিরিক্ত মুনাফার আকাঙ্ক্ষা ও সিলেবাস তৈরিতে বিলম্ব সঙ্কটের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। ফলে যে কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না নির্ধারিত মূল্যে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর সব ক'টি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হলেও নবম শ্রেণীর চৌদ্দটি বই এখনও আলোর মুখ দেখেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কমপক্ষে ছয়টি বইয়ের পজিটিভই, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত বোর্ড প্রকাশকদের সরবরাহ করতে পারেনি। বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য কর্মকর্তার জন্য পজিটিভ সরবরাহে নজিরবিহীন বিলম্ব হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সূত্রটির মতে নবম শ্রেণীর ৩৪টি বইয়ের কম্পোজ ও পজেটিভ নির্মাণের কাজ হাতে গোনা চার-পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের পরবর্তে বেশি সংখ্যককে দিলে অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিলম্ব হতো না। পজিটিভ সরবরাহের এ বিলম্ব নিয়ে গত ২৪ মার্চ মন্ত্রণালয় প্রকাশক বোর্ড এর যৌথ সভায় বোর্ডকে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

একজন প্রকাশক জানিয়েছেন ১১ মার্চ পর্যন্ত যে সকল বইয়ের পজিটিভ তারা পেয়েছেন তার সবই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পজেটিভ পাওয়া বাকিগুলোর মুদ্রণ কাজ চলছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলো বাজারে এসে যাবে। এদিকে কম্পিউটার বিজ্ঞান বইটি বোর্ড নিজেই প্রকাশের উদ্যোগ নিলেও সেটি এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে। বিপরীত দিকে যে বইগুলো ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত মূল্যে কিনতে পাচ্ছে না। আদায় করা হচ্ছে ২৫ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য। কোন কোন বিক্রেতা আবার মূল বইয়ের সঙ্গে নোট বইও কিনতে ছাত্রদের বাধ্য করছে। এ কৃত্রিম সঙ্কটের জন্য বোর্ডের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা দায়ী করেছেন কতিপয় প্রভাবশালী প্রকাশককে। তার মতে, প্রকাশকরা দাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাহিদার তুলনায় কম করে বই বাজারে ছাড়ছে। প্রকাশকরা অবশ্য এ ব্যাপারেও দোষ দিচ্ছে বোর্ডকে। তাদের মতে, বোর্ড সিলেবাস প্রকাশে দেরি করাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই জানতে পারছে না ঠিক কোন্ বইটি তাদের পড়তে হবে। ফলে সামনে যেটা পাচ্ছে অনেকটা আন্দাজের উপরেই কিনছে তারা। ফলে ঐচ্ছিক বা চতুর্থ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কম সংখ্যায় ছাপানো বইয়ের উপর বেশি চাপ পড়ছে।

বোর্ডের অযোগ্যতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণেও কোন কোন বই প্রকাশে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। শুরুতে সিদ্ধান্ত ছিল কেবল ইংরেজী বইটিই পুরনো সিলেবাসের থাকবে। অথচ মার্চের শেষ সপ্তাহে এসে বোর্ড হঠাৎ ঘোষণা করল বাংলা ব্যাকরণ বইও পুরনোটিই প্রকাশ করতে হবে। অথচ এ সিদ্ধান্তটি আগেই নিতে পারলে ইংরেজীর মতো ব্যাকরণ বইটিও ছাত্র-ছাত্রীরা জানুয়ারিতেই পেতে পারত। বাংলা বইটি নিজেরা প্রকাশ করতে যেয়েও বোর্ড অবতারণা করেছে এক হাস্যকর নাটকের। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে এ বিষয়ে প্রথম স্থান লাভকারী পাণ্ডুলিপিকে বাদ দিতে তাড়াহুড়া করে এবং প্রকাশকদের বিব্রত করতে অপেক্ষাকৃত কম দামে তারা স্বল্প সংখ্যক বই প্রকাশ করে। পরে দীর্ঘ দু'মাস ধরে মোট চাহিদার মাত্র অর্ধেক —চার লাখ প্রকাশের পর বাকিগুলোর দায়িত্ব পুনরায় প্রকাশক সমিতির হাতেই ছেড়ে দেয়। একজন প্রকাশক জানান—প্রকাশকদের ব্যর্থ প্রমাণ করতেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে পজেটিভ সরবরাহে বিলম্ব করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বই প্রকাশের পুরো দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেয়া। কিন্তু নিজেদের হাতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকার সময় বিভিন্নভাবে তাদের ব্যর্থতা চরমভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরই আশির দশকের মাঝামাঝি এ দায়িত্ব বেসরকারী প্রকাশকদের দেয়া হয় বলে উক্ত প্রকাশক জানান।

এদিকে মূল বইয়ের তীব্র সঙ্কটের পাশাপাশি নোট বইয়ের ব্যবসায় দেখা যাচ্ছে রমরমা ভাব। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে প্রকৃত প্রকাশকদের হাতে পজেটিভ পৌঁছার আগেই পজিটিভের ফটোকপি চলে গেছে নোটবই ব্যবসায়ীদের হাতে। তা থেকে তারা যেনতেন প্রকারের নোটবই তৈরি করে ছেড়েছে বাজারে। পজিটিভের ফটোকপি চড়াদামে বিক্রি করেও বোর্ডের একটি গোষ্ঠী হাতিয়ে নিয়েছে মোটা অঙ্কের উৎকোচ।

তারিখ ...1-4 APR 1996...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫